George Herbert

Born 1593, Montgomery, Wales
Died 1633, Bemerton, Wiltshire, England
Nationality Welsh
Occupation Poet, author, priest, theologian
Style metaphysical poetry, theology

জীবন ও সাহিত্যকর্ম

ক. সূচিশুভ্র, রুচিশীল, পূত ও পবিত্র, ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য নিয়ে যিনি কবিতা রচনায় হাত দেন তিনি হচ্ছেন জর্জ হারবার্ট। জর্জ হারবার্ট ম্যাটাফিজিক্যাল কবিদের একজন এবং ম্যাটাফিজিক্যাল কবিতার জনক জন ডান (১৫৭২-১৬৩১) এর সমসাময়িক। ১৫৯৩ সালের ৩রা এপ্রিল জর্জ হারবার্ট জন্মগ্রহণ করেন মন্টগোমারি ক্যাসল, ইংল্যান্ডে। হারবার্টরা ছিলেন দশ ভাইবোন, সাত ভাই এবং তিন বোন। ভাইদের মধ্যে জর্জ হারবার্ট ছিলেন পঞ্চম। আর তাঁদের পরিবারটি ছিল খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর মধ্যে একটা। তাঁর মা ম্যাগডলেন ছিলেন সুশিক্ষিতা রমণী। মায়ের জীবন দর্শন ও শিক্ষার প্রভাব পড়েছিল জর্জ হারবার্টের জীবনে। মা তার সাতটা ছেলেকেই পড়ালেখা করালেন। উল্লেখ্য যে, জর্জ হারবার্টের জন্মের মাত্র তিন বছর পর অর্থাৎ ১৫৯৬ সালে তাঁর বাবা মারা গেলেন। হারবার্টের বাবা মারা যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মা তাদের লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন না।

সবক'টা ছেলেকেই শিক্ষিত করে তুললেন এবং ছেলেরা যে যার পছন্দ মতো পেশা বেছে নিল। কেউবা কোর্টে, কেউবা সেনাবাহিনীতে চাকুরি নিল। জর্জ হারবার্টকে লেখাপড়া করান হলো ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্কুলে এবং ট্রিনিটি কলেজে। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে সেখানেই তিনি ফেলো নিযুক্ত হন ১৬১৬ সালে। তারপর তিনি ক্যামব্রিজের রিডার নিযুক্ত হন ১৬১৮ সালে।

জর্জ হারবার্টের জীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী। সারা জীবন তিনি তাঁর রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু এই স্বল্প স্থায়ী জীবনেও বৈচিত্র ছিল। রাজনীতির মঞ্চেও তিনি পদার্পণ করেছিলেন। ১৬২৪ সালে জর্জ হারবার্ট মন্টগোমারি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৬২৯ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর এক বন্ধুর কাজিন এর সাথে। জন ডান, জর্জ হারবার্টকে আরও বেশি ধর্মানুরাগী করে তোলেন এবং ১৬৩০ সালে হারবার্ট ধর্মযাজক হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মযাজক হওয়ার পর তিন বছর পার না হতেই তিনি ইহলোকের সাথে সকল সম্পর্কের ইতি টেনে দিলেন। মাত্র চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের জীবনে কখনো বা ক্যামব্রিজের ফেলো, কখনো বা রিডার, কখনো বা রাজনীতিবিদ কখনো বা কবি, কখনো বা ধর্মযাজক ছিলেন জর্জ হারবার্ট। তাঁর নৈতিকতা, আচরণ ও চিন্তার পবিত্রতা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের আকৃষ্ট করেছে দারুণভাবে। বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে 'হোলি হারবার্ট' বলে ডাকত। তিনি ছিলেন ম্যাটাফিজিক্যাল কবি গোষ্ঠীর তাপস।

খ. তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'দি ট্যাম্পল' কাব্য গ্রন্থটিই বড় কর্ম। এটি একখণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনকালে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৬৩৩ সালে 'দি ট্যাম্পল'

প্রকাশিত হয়। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দেন তাঁর বন্ধু নিকোলাসের কাছে। উল্লেখ্য যে, এই নিকোলাস এবং জর্জ হারবার্ট একই বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিকোলাসের কাছে পাণ্ডুলিপিটি পাঠান হয়েছিল প্রকাশ করার জন্যে নয়; বিচার করার জন্যে। তার বিচারে এই কবিতাগুলো প্রকাশ উপযোগী হলে সে প্রকাশ করবে অন্যথায় পুড়ে ফেলবে। হারবার্টের মৃত্যুর পর কিন্তু সে বছরই নিকোলাস এই কবিতাগুলো বই আকারে প্রকাশ করে 'দি ট্যাম্পল' নামে। 'দি ট্যাম্পল' ছাড়া ল্যাটিন ভাষায় রচিত তাঁর কিছু কবিতা পাওয়া যায়।

ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নকালে জর্জ হারবার্ট কোন এক নববর্ষে, দু'টি সনেট লিখে পাঠালেন তাঁর মা'কে নববর্ষের উপহার হিসাবে। তখন হারবার্টের বয়স ষোল বছর। এ দু'টি সনেটে তিনি প্রশ্ন রাখলেন যে, কবিতা কেন শুধু প্রেম ভালবাসার কথা বলবে। কবিতা কেন প্রকৃতির কথা, সৃষ্টির কথা, স্রষ্টার কথা বলবে না। পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় এই আধ্যাত্মিক চিন্তা বাণীমূর্তি লাভ করেছে। ঈশ্বর প্রেম, ঐশ্বরিক ক্ষমতা, মানুষের উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা ইত্যাদি বিষয় ব্যাপ্তি লাভ করেছে তাঁর কবিতায়।

'Discipline' কবিতায় হারবার্ট বিশ্বনিয়ন্তার কাছে আবেদন জানিয়েছেন করুণ কণ্ঠে, বিশ্বনিয়ন্তা যেন শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ না করেন। ভালবাসা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেনঃ

'Throw away thy rod,
Throw away thy wrath:
O my God,
Take the gentle path.'

ভালবাসার কাজ নিপুণ এবং দীর্ঘস্থায়ী। ভালবাসার শাসন হবে দীর্ঘস্থায়ী। ভলবাসা মানুষের কঠিন হৃদয়কেও গলাতে পারে।

'Then let wrath remove,
Love will do the deed:
For with love
Stonie hearts will bleed.'

'The Flower' কবিতায় কবি বর্ণনা করেছেন মানুষের প্রতি প্রভুর অশেষ ভালবাসার কথা। শুধুমাত্র মানুষের জন্যই জগদীশ্বর চিরসুখের আগার স্বর্গ সৃষ্টি করে রেখেছেন। কিন্তু মানুষ যদি কোন বিষয়ে নিজের মধ্যে অহংকার লালন করে তবে সে স্বর্গে প্রবেশাধিকার পাবে না। এই কবিতার শেষ স্তবকে কবি বলেনঃ

'These are thy wonders, Lord of love,
To make us see we are but flowers that glide:
Which when we once can finde and prove,
Thou hast a garden for us, where to bide.
Who would be more,
Swelling through store,
Forfeit their paradise by their pride.'

বিধিপ্রেমাসক্ত মানুষের অন্তরাত্মার শক্তি, আত্মার ঐশ্বর্যকে তুলে ধরেছেন তিনি 'Vertue' কবিতায়। বিশুদ্ধ আত্মা অবিনশ্বর। সমগ্র ধরাধাম পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলেও বিশুদ্ধ আত্মা আপন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বিরাজ করবে ঃ

'Only a sweet and Vertuous soul,
Like season'd timber, never gives;
But though the whole world turn to coal,
Then chiefly lives.'

'The Pulley' কবিতায় মানুষের সাথে স্রষ্টার আর স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক যাতে শিথিল হয়ে না যায় সেজন্য স্রষ্টা কি কৌশল অবলম্বন করেছেন তা বিধৃত হয়েছে। ধর্মীয় পুনর্জাগরণই হারবার্ট-এর কবিতার মূল সুর।

Easter Wings

অনুবাদ: খুররম হোসাইন

মূল কবিতা

মহান প্রভু যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ সম্পদ আর প্রাচুর্য সহকারে,
মানুষ ছুড়েছে দূরে সে সব বোকামি করে,
ক্রমে ক্রমে তার অবনতি হতে হতে
শেষাবধি
অধিক দারিদ্রতা এসে
ঘিরেছে তারে।
ও প্রভু, এবার জেগে উঠতে চাই আমি
জাগাও আমাকে মার্জিত ক্রীড়াচ্ছলে,
আর আমি গাই সেই পুনরুত্থান দিবসের সঙ্গীত :
প্রভুর দয়া ঝরলে মোর পরে, আমিও উড়ে যাবো স্বর্গলোকে।
মোর শৈশব কেটেছে বেদনা আর দৈব দুর্বিপাকে:
আজও বইছি সে লজ্জা আর বেদনার দুর্বহ ভার
বহন করেছি পাপের শাস্তিভার
এবার আমি আনুগত্য সহকারে
মিলিত হতে চাই
একান্তে তোমারই সান্নিধ্যে,
আমাকে মিলিত করো তোমারি সাথে
আর অনুভব করতে দাও পুনরুজ্জীবনের দিনটিকে:
যদি মোর ভগ্ন পাখায় দাও নতুন পালক
তোমার মমতা আমাকে উড়িয়ে নেবে উর্ধ্বলোকে।

কবিতার সারসংক্ষেপ

কবি জর্জ হার্বার্ট তাঁর 'Easter-Wing' কবিতায় যিশুর পুনরুত্থানের দিকটিকে মনে রেখে এ কবিতা রচনা করেছেন। কবি বলেন মহান ঈশ্বর মানব সৃষ্টি করেছেন সকল প্রাচুর্যসহকারে কিন্তু মানবকুল তা দূরে ঠেলে ফেলেছে বুদ্ধির ভুলে। কবি শোকাকুল চিত্তে জানান। মানব ঈশ্বরের এই করুণা ধারা দূরে ঠেলে দিতে দিতে শেষ পর্যায়ে এসে দারিদ্রের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে, নানা শোক, তাপ, পাপের বেদনার গ্লানি বইতে হচ্ছে তাকে। কবি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ জানান তাঁর নতুন করে জাগরণ ঘটানোর, কবি বলেন এই জাগরণের মধ্য দিয়ে তাঁর মাঝে ধ্বনিত হোক

পুনরুত্থান দিবসের সঙ্গীত। আর কবি এটাও বলেন যে, এমনটি ঘটার পর তিনি প্রভুর দয়ায় উড়ে যাবেন স্বর্গলোকে। কবি জানান শৈশবকাল তাঁর দুঃখ আর বেদনাভারে কেটেছে। যে গ্লানির লজ্জা আর বেদনাভার, কৃত পাপের ভার তাঁকে আজও বইতে হচ্ছে। কবি বলেন, এবার তিনি মহান প্রভুর আনুগত্য চান, মিলিত হতে চান প্রভুর সাথে। কবি চান, ঈশ্বর যদি তাঁর ক্ষয়ে যাওয়া পাখায় দেন নতুন পালক, তাহলে তিনি উড়ে যেতে পারেন স্বর্গলোকে।

কাব্যিক মূল্যায়ন

কবি জর্জ হার্বার্ট তাঁর "Easter-Wing" কবিতায় পুনরুত্থানের দিনটিকে স্মরণ করে মহান প্রভুর আনুগত্য কামনা করেছেন। কবি এখানে প্রভুর দয়ার উপর নির্ভর করে নবতর জন্ম লাভ করে যাতে স্বর্গলোকে উড়ে যেতে পারেন সেই কামনা তাঁর কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

কবি শুরুতেই বলেন, ঈশ্বর মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন সব রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। কিন্তু মানুষ অজ্ঞতাবশত; মহান প্রভুর সে দানকে দূরে ঠেলে দিয়ে ক্রমেই দারিদ্রসীমার নীচে আর দুর্দশার অতলে ডুবে গেছে। কবি এই দুর্দশার বেদনাভার হতে নতুন করে জাগ্রত হতে চেয়েছেন মহান ঈশ্বরের করুণার দান দ্বারা। তিনি কামনা করেন, মহান প্রভু যেন তাঁর করুণার নির্ঝর দ্বারা তাঁকে জাগ্রত করেন। কবি ঈশ্বরের করুণা ধারায় জাগ্রত হয়ে নবতর জন্ম লাভ করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চান আর এই পরিশুদ্ধতা দ্বারাই তিনি নিজেকে নির্মল করে যাত্রা করবেন স্বর্গলোক পানে। কবি গভীর মর্মপীড়া সহকারে তাঁর শৈশব কৈশোর কালের কথা তুলে ধরেছেন, কবির শৈশব কৈশোরকাল কেটেছে নানা দুঃখ কষ্ট বেদনা আর দৈব দুর্বিপাকের মাঝে। তিনি আজও অবধি সেই বেদনাভার আর গ্লানি বহন করে যাচ্ছেন, শুধু তাই নয়, তিনি যেন পাপের শাস্তিভারও বহন করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

কবি এবারে মিলিত হতে চান মহান ঈশ্বরের সাথে, মিশে যেতে চান তাঁর করুণাধারার মাঝে। ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য কবির আকুল আর্তি ঝরে পড়েছে কবিতায়। কবি যেন নতুন করে শুদ্ধ মানব হিসেবে জাগ্রত হতে চান, যেমন করে পুনরুত্থানকালে জাগরণ ঘটবে মানুষের। আর এই জাগরণ শুধুমাত্র মহান ঈশ্বরের দয়াতেই সম্ভব। কবি মনে করেন স্বর্গলোকে উড্ডিন হতে হলে তাঁর এই কলুষতাপূর্ণ, পাপভারে জর্জরিত ক্ষতিগ্রস্ত পাখার দ্বারা সম্ভব নয়, তিনি কামনা করেন ঈশ্বর যেন নতুন করে তাঁকে আবার জাগ্রত করে তাঁর ক্ষতিগ্রস্ত পাখা আবার নতুন করে গড়ে দেন, নতুন পাখায় যেন গজায় নতুন পালক। ঈশ্বরের দয়ায় প্রাপ্ত তাঁর সেই নতুন পাখায় ভর করে তিনি যেন স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়ে মহান ঈশ্বরের করুণার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।

মোট কথা কবি এ কবিতায় তাঁর জীবনের যতোনা গ্লানি, ভুল ভ্রান্তি সব পরিহার করে ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করে স্বর্গলোকে যাত্রা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন।

The Collar

অনুবাদ: জয়নুল আবেদীন

মূল কবিতা

আমি টেবিলে আঘাত হানছি এবং কাঁদছি, আর নয়
আমি বাইরে যাব।
কি? আমি কি অনন্ত দীর্ঘশ্বাস আর বেদনা নিয়ে থাকব?
আমার পথ, আমার জীবন স্বাধীন, মুক্ত রাস্তার মতো,
বাতাসের মতো বাধা-বন্ধনহীন, গোলাঘরের মতো সুবিশাল।

আমি কি একই পোশাকে থাকব সারাক্ষণ?
আমার কি নেই কোন ফসল, কন্টক ছাড়া
রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া, নেই কোন ক্ষতিপূরণ
যা আমি হারিয়েছি বলদায়ক ফল?
অবশ্যই সেথায় মদ ছিল
আমার দীর্ঘশ্বাসে শুকিয়ে গেল সেথায় ছিল শস্য
আমার অশ্রুতে ডুবে গেল।

একমাত্র আমিই কি হারালাম জীবনের পুরো সময়টা?
নাই কি আমার কোন বৃক্ষশোভা ইহাকে শোভিত করতে?
নেই কোন ফুল, নেই কোন আনন্দের মাল্য, সব কি ছিন্ন হয়ে গেছে?
সব নষ্ট?
না তা নয়, মম হৃদয় এখনো ফল আছে,
এবং তোমার হাতেও আছে।

ফিরিয়ে আন তোমার দীর্ঘশ্বাসের বছরগুলো
দ্বিগুণ আনন্দে ত্যাগ কর তোমার শীতল যুক্তি
কোনটা ঠিক, কোনটা নয়। ফেলে দাও তোমার খাঁচা,
তোমার বালির বাঁধ,
যা তুচ্ছ চিন্তার জন্ম দেয় আর বানায়
ভাল রশি, বল প্রয়োগে বাঁধতে এবং টানতে,
আর আইন মানতে,
যখন তুমি উঁকি মার কিছুই দেখতে পাও না।
যেতে দাও; শোন
আমি বাইরে যাব।
ডেকে আন মৃত থামার খুলি টেনে আন তোমার ভীতিকে।
যার ধৈর্য আছে
এ পোশাক পরতে আর তার প্রয়োজন থাকলে খাটাতে,
যোগ্য তার বোঝা।
কিন্তু আমি পাগলের মতো, হয়ে গেছি আরও হিংস্র এবং বন্য
ক্রমে ক্রমে
আমার মনে হয় কারো ডাক শুনছি, 'সন্তান'
এবং আমি উত্তর দিলাম, 'হে প্রভু'!

কবিতার সারসংক্ষেপ

কবি জর্জ হার্বার্ট তাঁর 'The Collar' কবিতায় বন্দি মানবাত্মার মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। গলাবন্ধনী দ্বারা তিনি একজন মানুষকে শৃংঙ্খলিত রূপে দেখেছেন, যে মানুষ তার গলাবন্ধনী হতে মুক্ত হতে চায়। এখানে গলাবন্ধনী রূপকে সময়ের সীমাবদ্ধ জীবন যাত্রার কথা তুলে ধরেছেন। একজন মানব বাতাসের মতো বাধা বন্ধনহীন, স্বাধীন থাকতে চায়। কবি এখানে অসহায় বন্দি মানবের করুণ আর্তনাদ

তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে মানবাত্মা যেন ক্ষত বিক্ষত, অসহায় এই মানব একই বৃত্তে অবস্থান করে অসহায় বোধ করেছে। তার জীবনের সকল অর্জনই যেন ব্যর্থ, সে তার অর্জনের মাঝে কোনো ফসল দেখতে পাচ্ছে না, সে শুধু প্রত্যক্ষ করছে কাঁটাগুল্ম। এখানে এই বন্দি জীবন যাত্রায় শুধু রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। অসহায় মানব ভাবে তার জীবনের পুরোটা সময় কেটে গেছে এই বৃত্তের মাঝে তার অশ্রু গেছে মদ্য, শুকিয়ে তার অশ্রু ডুবে গেছে তার শস্য সমুদয়। জীবন বৃক্ষে নেই কোন ফুল, সকল পুষ্পমালা তার ছিন্ন হয়েছে, বন্দি মানবাত্মা আর কোনো শীতল যুক্তি শুনতে চায় না। এই সব তুচ্ছ চিন্তা আর আইন-কানুনের নিগড় তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, মোট কথা, এই বন্দি মানবাত্মা এবার বৃত্ত ভেঙ্গে বাইরে আসতে চায়, তার গলাবন্ধনী যেন তাকে আটকে রেখেছে সীমার বন্ধনে। এখানে অসহায় মানবাত্মার মুক্তির সুরকি স্পষ্ট।

কাব্যিক মূল্যায়ন

কবি জর্জ হার্বার্ট রচিত 'The Collar' কবিতায় সীমার বন্ধনে আবদ্ধ জীবন হতে মুক্তির আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে কলার দ্বারা একটা বন্ধনী বোঝানো হয়েছে। কলার যেমন গলার চারপাশ ঘিরে থাকে গোলাকার বন্ধনী নিয়ে, তেমনি জীবন যেন কলারের মতোই একটা বন্ধনীতে আটকা পড়ে আছে। কবি তাঁর কবিতার সূচনা পর্বেই টেবিলে মুষ্টাঘাত করে অস্থিরতা প্রকাশ করে বলেন, যথেষ্ট হয়েছে আর নয়, আমি এবার বাইরে যাব দীর্ঘশ্বাস আর বেদনাভরা জীবন নিয়ে, আমৃত্যু বাস করতে চাই না।

মোট কথা, কবি তাঁর এ কবিতায় মানব জীবনের অনন্ত বন্দনদশা, পৃথিবীর জাতাকলে সংসার জীবন যাত্রার পেষণে, সর্বক্ষেত্রেই মানব যেন নিয়মনীতি আর কর্মের শৃঙ্খলে বন্দি। তাঁর যেন মুক্ত বাতাসে শ্বাস ফেলার সুযোগটাও নেই। অথচ জীবন যেখানে বাঁধাবন্ধনহীন, মুক্ত, সেখানে আত্মা বন্দি থাকতে চায় না গৃহ আর কর্মের কারা প্রাচীরে, সে মুক্তি চায়, বিহঙ্গের মতো ডানা মেলতে চায়। কবি বলেন, এ জগতে তিনি যা কিছু উৎপাদন করেছেন সে সব উৎপাদিত সম্পদের মাঝে দেখো কণ্টকের স্তূপ, যেখানে শুধু বারবার রক্তাক্ত হতে হয়। যেখানে ছিল সুরার অফুরন্ত ধারা, সে ধারাটাও শুকিয়ে কাঠ। কবি তাঁর এ কবিতায় আক্ষেপ করে বলেছেন, তিনি তাঁর জীবনের পুরো সময়টাই নষ্ট করেছেন। জীবনের গাঁথা মালা যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে তাঁর জীবন বৃক্ষের সকল শোভিত ফুলগুলো গেছে ঝরে। কবি বলেন, জীবনের সেই দিনগুলো এবার ফিরিয়ে আনতে হবে, কিন্তু তা সম্ভব কি? কবি বারবার আর্তস্বরে অনুনয় করেছেন তাঁর জীবনের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য। কবি বলেন, সকল যুক্তি তর্ক নিয়ম-কানুন ত্যাগ করে পুরোনো দিনগুলো ফের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নাও, ভেঙ্গে ফেল অলিক স্বপের বাঁধ। অতীতকে ডাকো কাছে, আইন-কানুন, নিয়মনীতি তুমি মানো, কিন্তু আমাকে এসবে বেঁধো না, আমাকে বাইরে যেতে দাও। কবি বললেন, তিনি এই বন্ধনে আটকা পড়ে যেন পাগল হয়ে যাচ্ছেন। সীমাবদ্ধ এই সংকীর্ণ জীবন যাত্রা তাঁকে যেন অসুস্থ করে দিচ্ছে। তিনি বলেন, আমি যেন ক্রমেই হিংস্র হতে হিংস্রতর হয়ে যাচ্ছি। শেষে কবি তাঁর মুক্ত জীবন কামনা করতে গিয়ে শুনতে পেরেছেন মহান প্রভুর দরদী আহবান। কবি বলেন, তিনি যেন শুনতে পেলেন মহান প্রভু তাঁকে আদরের সুরে, স্নেহের, মমতার পরশ বুলিয়ে ডাক দিলেন সন্তান বলে। মূলত এখানে কবি তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন যাত্রার চাপ থেকে নিজেকে সরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এই জীবন যাত্রা তাঁর কাছে যেন গলাবন্ধনী হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি গলাবন্ধনী প্রতীক দ্বারা একজন সংসার জালে বন্দি মানবের চিত্র অংকন করেছেন।